ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ

মোঃ সাইদুল ইসলাম সুয়েব

একটি কথা শুরুতেই

এই লেখাটি আমি ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ - এর পক্ষে লিখছি। আমার উদ্দেশ্য কাউকে অপমান করা নয়; বরং যাঁরা মীলাদকে বিদআত বা গোমরাহী বলেন, তাঁদের সম্মান রেখেই ক্বোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, সাহাবায়ে কেরাম ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের বক্তব্যের আলোকে বিষয়টি সহজ ভাষায় তুলে ধরা।

আমি মনে করি, কোনো দ্বীনি বিষয়ে মতভেদ হলে আবেগ বা স্লোগানের পরিবর্তে দলিল, উসূল ও ইনসাফের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

আর একটি বিষয় পরিষ্কার রাখা জরুরি: বর্তমান যুগের প্রচলিত মীলাদ মাহফিল, র্যালি বা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানকে সরাসরি রাসূল ﷺ-এর যুগের হুবহু সুন্নাহ বলা হচ্ছে না। বরং আলোচনা হচ্ছে—রাসূল ﷺ-এর জন্ম ও আগমন স্মরণ করা, তাঁর প্রতি দরূদ-সালাম, নাত, সীরাত আলোচনা, দান-সদকা, র্যালি ইত্যাদি এসবের জন্য একটি বৈধ উপলক্ষ তৈরি করা শরিয়তের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।
এই লেখায় আমরা সেই বিষয়টিই ধাপে ধাপে দেখব।

সূচিপত্র

অধ্যায় ০১: ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ—শব্দের অর্থ ও পরিভাষার পরিচয়
অধ্যায় ০২: রাসূল ﷺ—সমগ্র জগতের জন্য আল্লাহর রহমত
অধ্যায় ০৩: আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে আনন্দ করার নির্দেশ
অধ্যায় ০৪: রাসূল ﷺ নিজেই তাঁর জন্মের দিন স্মরণ করেছেন
অধ্যায় ০৫: নবী ﷺ-এর প্রশংসা ও নাত-কসিদা
অধ্যায় ০৬: “ইয়া নবী সালাম আলাইকা”—দরূদ ও সালামের কুরআনিক ভিত্তি
অধ্যায় ০৭: সীরাত আলোচনা—রাসূল ﷺ-কে জানার একটি মাধ্যম
অধ্যায় ০৮: “রাসূল ﷺ করেননি”—এই যুক্তির সীমা
অধ্যায় ০৯: নতুন ইবাদত আর নতুন পদ্ধতি এক জিনিস নয়
অধ্যায় ১০: “সকল বিদআত গোমরাহী”—হাদীসের আলোকে
অধ্যায় ১১: ইমাম শাফেয়ী ও বিদআতের বিচার
অধ্যায় ১২: ইমাম ইবনু আবদিস সালাম ও নতুন বিষয়ের শ্রেণিবিন্যাস
অধ্যায় ১৩: ইমাম সুয়ূতী ও ইবনু হাজারের মীলাদ-সংক্রান্ত আলোচনা
অধ্যায় ১৪: সাহাবায়ে কেরামের নবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা
অধ্যায় ১৫: মীলাদ মাহফিলের আমলগুলো আলাদাভাবে বিচার
অধ্যায় ১৬: ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ র‍্যালি
অধ্যায় ১৭: “মীলাদের নামে সবকিছুই কি বৈধ?”—না
অধ্যায় ১৮: “বিদআতি” বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা
অধ্যায় ১৯: দ্বৈত মাপকাঠির সমস্যা
অধ্যায় ২০: মীলাদবিরোধী আলেমদের মতের সম্মানজনক জবাব
অধ্যায় ২১: মতভেদ থাকবে, কিন্তু উম্মাহর আদবও থাকবে
অধ্যায় ২২: ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ—আমাদের অবস্থানের সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

“ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ”—এই শব্দ দুটি শুনলেই মুসলমানদের মধ্যে কখনো ভালোবাসা ও আনন্দের অনুভূতি তৈরি হয়, আবার কখনো বিতর্ক শুরু হয়।
কেউ বলেন, “এটি রাসূল ﷺ-এর যুগে ছিল না।”
কেউ বলেন, “সাহাবায়ে কেরাম করেননি।”
আবার কেউ বলেন, “প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।”

এই কথাগুলো একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। কারণ বিদআত সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর সতর্কবাণী রয়েছে।
কিন্তু প্রশ্ন হলো—বিদআত কাকে বলা হবে?
রাসূল ﷺ-এর যুগে বর্তমান রূপে কোনো কিছু ছিল না—এটুকুই কি কোনো কাজকে গোমরাহী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট?
যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের বর্তমান যুগের বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, সম্মেলন, প্রতিযোগিতা, মাদরাসা-ব্যবস্থা, মাইক, অনলাইন ক্বোরআন শরীফ শিক্ষা, সীরাত সম্মেলন—এসবের অবস্থান কী হবে?

আবার যদি বলা হয়—“এসব নতুন হলেও এগুলোর মূল উদ্দেশ্য শরিয়তসম্মত”, তাহলে মীলাদের ক্ষেত্রেও কি একই নীতি প্রয়োগ করা হবে না?
এই লেখার উদ্দেশ্য এখানেই।

আমি মীলাদকে সমর্থন করি—কিন্তু অন্ধভাবে নয়; দলিলের আলোকে।
আমি মীলাদের পক্ষে—কিন্তু মীলাদের নামে শরিয়তবিরোধী কোনো কাজের পক্ষে নই।
আমি মীলাদ পালনকারী মুসলমানদের পক্ষে—কিন্তু অন্য মুসলমানকে অপমান করার পক্ষে নই।
আসুন, আবেগের আগে দলিল দেখি।

অধ্যায় ১

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ—শব্দের অর্থ ও পরিভাষার পরিচয়

ঈদ (عيد) শব্দটি আরবি عَادَ – يَعُودُ (আদা–ইয়াউদু) ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—ফিরে আসা, বারবার ফিরে আসা।
আরবি ভাষায় عيد (ঈদ) বলতে এমন কোনো আনন্দের দিন বা উৎসবের দিনকে বোঝায়, যা নির্দিষ্ট সময় পরপর মানুষের কাছে ফিরে আসে।
[রেফারেন্স: ইমাম ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, مادة: عود , আল্লামা ফাইরূযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, مادة: عود , ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফি গারীবিল কুরআন, مادة: عود]
ক্বোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-এর দোয়া উল্লেখ করেছেন—
اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا
বাংলা উচ্চারণ:
“আল্লাহুম্মা রাব্বানা আনযিল আলাইনা মায়িদাতাম মিনাস সামায়ি তাকূনু লানা ঈদাল লি-আউয়ালিনা ওয়া আখিরিনা।”
অর্থ:
“হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! আমাদের জন্য আকাশ থেকে একটি খাদ্যপূর্ণ দস্তরখান অবতীর্ণ করুন, যা আমাদের প্রথম ও পরবর্তীদের জন্য ঈদের (আনন্দের) দিন হবে।”
সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:১১৪
এখানে “ঈদ” শব্দটি ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আজহা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়নি।

মীলাদ (مِيلَاد) শব্দটি আরবি وَلَدَ – يَلِدُ (ওয়ালাদা–ইয়ালিদু) ধাতু থেকে এসেছে। এর মূল অর্থ হলো—
জন্ম, জন্মগ্রহণের সময়, জন্মের স্থান বা জন্মসংক্রান্ত বিষয়।
আরবি অভিধানে مِيلَاد শব্দটি বিশেষভাবে জন্মের সময়/জন্মকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়।
[রেফারেন্স: ইমাম ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, مادة: ولد , আল্লামা ফাইরূযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, مادة: ولد , ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত, مادة: ولد]

সুতরাং—
ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ অর্থ: নবী করীম ﷺ-এর জন্ম ও আগমন উপলক্ষে আনন্দ ও স্মরণের উপলক্ষ।
এখানে “ঈদ” শব্দটি শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।
এটিকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার মতো শরিয়ত নির্ধারিত তৃতীয় ঈদ দাবি করা হচ্ছে না।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

“ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ” নামের অর্থ বুঝতে হলে ভাষাগত অর্থ ও শরয়ি পরিভাষা—দুটিকে আলাদা করে বুঝতে হবে।

অধ্যায় ২

রাসূল ﷺ—সমগ্র জগতের জন্য আল্লাহর রহমত

আল্লাহ তায়ালা বলেন—
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
বাংলা উচ্চারণ:
ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল ‘আলামীন।
অর্থ:
“আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।”
—সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০৭

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত।
রাসূল ﷺ শুধু একটি জাতির জন্য রহমত নন। তিনি সমগ্র জগতের জন্য রহমত।
তাঁর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চিনেছে, তাওহিদ শিখেছে, ইবাদতের পথ পেয়েছে এবং আখিরাতের সফলতার শিক্ষা পেয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন হলো—
যাঁর আগমন আল্লাহ নিজেই “রহমত” বলেছেন, তাঁর আগমন স্মরণ করে আনন্দ করা কি অস্বাভাবিক? না।
বরং একজন মুমিনের হৃদয়ে রাসূল ﷺ-এর আগমন আনন্দের বিষয় হওয়াই স্বাভাবিক।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—
لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদেরই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।”
—সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৪

অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর প্রেরণকে আল্লাহ নিজেই অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই নবী ﷺ-এর আগমন স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা মূলত আল্লাহর সেই মহান অনুগ্রহকে স্মরণ করার সঙ্গেও সম্পর্কিত।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত
রাসূল ﷺ-এর আগমন আল্লাহর ঘোষিত রহমত ও অনুগ্রহ। তাই তাঁর জন্ম ও আগমন স্মরণ করে আনন্দ প্রকাশের একটি শক্তিশালী ক্বোরআনিক ভিত্তি রয়েছে—যদিও এই আয়াত একাই বর্তমান মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিস্তারিত বিধান নির্ধারণ করে না।

অধ্যায় ৩

আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে আনন্দ করার নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালা বলেন—
قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
বাংলা উচ্চারণ:
কুল বিফাদ্বলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইয়াফরাহূ।
অর্থ:
“বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের কারণে তারা যেন আনন্দিত হয়।”
—সূরা ইউনুস, ১০:৫৮

এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর ফজল ও রহমতে আনন্দ করতে বলেছেন।
আর আগের অধ্যায়ে দেওয়া আছে—
“আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।”
—সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০৭

অতএব রাসূল ﷺ-এর আগমন আল্লাহর মহান রহমতের প্রকাশ।
এখানে সতর্কতা হলো—সূরা ইউনুস ১০:৫৮-কে আমরা “মীলাদ করতেই হবে” এমন সরাসরি নির্দেশ বলছি না।
বরং বলছি, আল্লাহর রহমতে আনন্দ করার সাধারণ ক্বোরআনিক নীতি রয়েছে, আর রাসূল ﷺ আল্লাহর রহমত হিসেবে প্রেরিত।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

রাসূল ﷺ-এর আগমনকে আল্লাহর রহমত হিসেবে স্মরণ করে আনন্দ করা ক্বোরআন শরীফের সাধারণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অধ্যায় ৪

রাসূল ﷺ নিজেই তাঁর জন্মের দিন স্মরণ করেছেন

এটি মীলাদ প্রসঙ্গে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহিহ হাদীসগুলোর একটি।
আবু কাতাদা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ-কে সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—
فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ
বাংলা উচ্চারণ:
ফীহি উলিদতু, ওয়া ফীহি উনযিলা আলাইয়া।
অর্থ:
“এই দিনেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমার ওপর ওহি নাজিল হয়েছে।”
—সহিহ মুসলিম।

এখানে বিষয়টি খুব সহজ।
সোমবারের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।
রাসূল ﷺ তাঁর উত্তরে নিজের জন্মের দিনটির কথা উল্লেখ করেছেন।
অর্থাৎ তাঁর জন্মের দিনের সঙ্গে একটি ইবাদতের সম্পর্ক রয়েছে।

আমরা বলছি না যে—
“এই হাদীসেই বর্তমান মীলাদ মাহফিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”
বরং বলছি, রাসূল ﷺ নিজেই তাঁর জন্মের দিনকে স্মরণ করেছেন এবং সেই দিনের সঙ্গে একটি ইবাদত—রোজা—সম্পর্কিত করেছেন।
এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নববী দৃষ্টান্ত।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

রাসূল ﷺ-এর জন্মের দিন স্মরণ করা এবং আল্লাহর শুকরিয়ার মাধ্যমে তা পালন করার একটি নববী দৃষ্টান্ত সহিহ হাদীসে রয়েছে।

অধ্যায় ৫

নবী ﷺ-এর প্রশংসা ও নাত-কসিদা

রাসূল ﷺ-এর প্রশংসায় কবিতা পাঠের বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের যুগেই ছিল।
হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) রাসূল ﷺ-এর কবি ছিলেন।
তিনি রাসূল ﷺ-এর পক্ষে কবিতা পাঠ করতেন।
রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছেন—
يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ
বাংলা উচ্চারণ:
ইয়া হাসসানু, আজিব ‘আন রাসূলিল্লাহ।
অর্থ:
“হে হাসসান! রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব দাও।”
—সহিহ বুখারি।

এখান থেকে বোঝা যায়, সত্য ও বৈধ কথার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা করা নিষিদ্ধ নয়।
তাই মীলাদে নাত-কসিদা পাঠের মূল বিষয়টি আপত্তিকর নয়।
তবে নাতে এমন কোনো কথা বলা যাবে না যা—
ক্বোরআন-সুন্নাহর বিরোধী, মিথ্যা, শিরকপূর্ণ অথবা রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা বর্ণনার নামে সীমালঙ্ঘন।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা করা এবং বৈধ কবিতা পাঠ করা শরিয়তসম্মত। তাই মীলাদের নাত-কসিদাকে শুধু “নবী ﷺ-এর যুগে মীলাদ ছিল না” বলে বাতিল করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

অধ্যায় ৬

“ইয়া নবী সালাম আলাইকা”—দরূদ ও সালামের কুরআনিক ভিত্তি

আল্লাহ তায়ালা বলেন—
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
বাংলা উচ্চারণ:
ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়িকাতাহু ইউসল্লূনা ‘আলান-নাবিয়্যি; ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ সাল্লূ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা।
অর্থ:
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।”
—সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৬

তাহলে মীলাদে যখন মুসলমানরা রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করেন, তখন মূল আমলটি ক্বোরআনের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।
“ইয়া নবী সালাম আলাইকা”—এর নির্দিষ্ট বাক্য নিয়ে কেউ যদি আকিদাগত বা ভাষাগত আপত্তি করেন, সেটি আলাদাভাবে আলোচনা করা যায়।
কিন্তু রাসূল ﷺ-এর প্রতি সালাম পাঠানো—এটি ক্বোরআন শরীফ দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দেশিত।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

মীলাদে দরূদ ও সালাম পাঠ করা ক্বোরআনের নির্দেশিত একটি নেক আমল।

অধ্যায় ৭

সীরাত আলোচনা—রাসূল ﷺ-কে জানার একটি মাধ্যম

আল্লাহ তায়ালা বলেন—
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
বাংলা উচ্চারণ:
লাক্বাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ।
অর্থ:
“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”
—সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১

রাসূল ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হলে তাঁর জীবন জানতে হবে।
তাঁর— জন্ম, শৈশব, নবুওয়াত, মক্কার জীবন, মদিনার জীবন, চরিত্র, দয়া, ক্ষমাশীলতা, ইবাদত, পরিবার, সাহাবিদের সঙ্গে আচরণ এসব জানা দরকার।
সীরাত মাহফিল, সীরাত সম্মেলন বা সীরাত প্রতিযোগিতা—এসব বর্তমান যুগের পদ্ধতি হলেও উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ-এর জীবন জানা।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

রাসূল ﷺ-এর সীরাত শেখা শরয়িসম্মত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সীরাত শিক্ষার জন্য নতুন বৈধ পদ্ধতি গ্রহণ করা শুধু নতুন হওয়ার কারণে গোমরাহী নয়।

অধ্যায় ৮

“রাসূল ﷺ করেননি”—এই যুক্তির সীমা

মীলাদবিরোধী আলোচনায় সবচেয়ে বেশি শোনা যায়—
“রাসূল ﷺ করেননি।”
আমরা বলি—বর্তমান যুগের মীলাদ মাহফিলের এই নির্দিষ্ট রূপ রাসূল ﷺ করেননি—এ কথা স্বীকার করছি।

কিন্তু এখানেই আলোচনা শেষ হয়ে যায় না।
রাসূল ﷺ কি মাইক ব্যবহার করেছেন? উত্তর হবে- না।
তিনি কি অনলাইন ক্লাস করেছেন? উত্তর হবে- না।
তিনি কি বর্তমান পদ্ধতির মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন? উত্তর হবে- না।
তিনি কি হিফজ প্রতিযোগিতা করেছেন? উত্তর হবে- না।

তাহলে এগুলো কি শুধু নতুন হওয়ার কারণে হারাম?
না।
কারণ এগুলোর মূল কাজ হলো ক্বোরআন শরীফ শিক্ষা, দ্বীনি জ্ঞান প্রচার ও মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা।
তাই “নবী ﷺ করেননি”—এটি কোনো বিষয়ের হুকুম নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি নয়।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

কোনো কাজ নবী ﷺ-এর যুগে বর্তমান রূপে ছিল না—এটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য; কিন্তু এর পরেও দেখতে হবে কাজটির মূল উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি শরিয়তের বিরোধী কি না।

অধ্যায় ৯

নতুন ইবাদত আর নতুন পদ্ধতি এক জিনিস নয়

এই পার্থক্যটি না বুঝলে পুরো বিষয়টি জটিল হয়ে যায়।
ক্বোরআন শরীফ শিক্ষা—শরয়ি আমল।
কিন্তু কুরআন শেখানোর জন্য— মাদরাসা, স্কুল, অনলাইন ক্লাস, অ্যাপ, পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা।
এগুলো সব ক্বোরআন শরীফ শিক্ষার পদ্ধতি।

সীরাত আলোচনা—শরয়ি কাজ।
কিন্তু— সীরাত সম্মেলন, সেমিনার, কুইজ, অলিম্পিয়াড
এগুলো সব সীরাত আলোচনার পদ্ধতি।

একইভাবে, দরূদ পাঠ—ইবাদত।
কিন্তু মানুষকে একত্র করে বেশি বেশি দরূদ পড়ানোর একটি অনুষ্ঠান—এটি একটি সাংগঠনিক পদ্ধতি।
তাই নতুন পদ্ধতি আর নতুন ইবাদতকে এক করে দেখা ঠিক নয়।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

কোনো নতুন পদ্ধতি যদি শরিয়তসম্মত উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং তাতে হারাম কিছু না থাকে, তাহলে শুধু নতুন হওয়ার কারণে সেটিকে গোমরাহী বলা যায় না।

অধ্যায় ১০

“সকল বিদআত গোমরাহী”—হাদীসের আলোকে

রাসূল ﷺ বলেছেন—
كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
বাংলা উচ্চারণ:
কুল্লু বিদ‘আতিন দ্বালালাহ।
অর্থ:
“প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।”
—সহিহ মুসলিম।

আমরা এই হাদীস অস্বীকার করছি না।
বরং আমরা বলছি, শরিয়তবিরোধী ধর্মীয় বিদআত অবশ্যই গোমরাহী।
কিন্তু “বিদআত” শব্দটি কীভাবে বুঝবো—এখানে উসূলের আলোচনা রয়েছে।
হযরত উমর (রা.) তারাবির জামাতকে একত্রিত করার পর বলেছিলেন—
نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ
বাংলা উচ্চারণ:
নি‘মাতিল বিদ‘আতু হাযিহি।
অর্থ:
“এটি কতই না উত্তম বিদআত!”
—সহিহ বুখারি।

এখানে “বিদআত” শব্দটি ভাষাগত অর্থে নতুন ব্যবস্থার অর্থে এসেছে।
অতএব কোনো নতুন বিষয় দেখলেই শুধু “বিদআত” শব্দ উচ্চারণ করলেই তার শরয়ি হুকুম নির্ধারিত হয়ে যায় না।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

“কুল্লু বিদ‘আতিন দ্বালালাহ” হাদীস সত্য। কিন্তু এর সঠিক প্রয়োগের জন্য বিদআত কী, নতুন মাধ্যম কী এবং শরিয়তবিরোধী বিষয় কী—তা বুঝতে হবে।

অধ্যায় ১১

ইমাম শাফেয়ী ও বিদআতের বিচার

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নামে বিদআত সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে—
“নতুন বিষয় দুই প্রকার—একটি ক্বোরআন, সুন্নাহ, আছার বা ইজমার বিরোধী; সেটি নিন্দনীয়। আরেকটি যা এসবের বিরোধী নয়, তা নিন্দনীয় নয়।”

এই বক্তব্যের বিভিন্ন বর্ণনা ও উদ্ধৃতি নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা রয়েছে; তাই এটিকে সরাসরি সহিহ হাদীসের মতো উপস্থাপন করছি না।
তবে ইমামদের উসূলি আলোচনার মূল শিক্ষা হলো—
নতুন বিষয়কে তার প্রকৃতি ও শরয়ি ভিত্তি দেখে বিচার করতে হবে।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

শুধু নতুন হওয়া কোনো কাজকে গোমরাহী বলার আগে তার শরিয়তের সঙ্গে সম্পর্ক পরীক্ষা করা জরুরি।

অধ্যায় ১২

ইমাম ইবনু আবদিস সালাম ও নতুন বিষয়ের শ্রেণিবিন্যাস

ইমাম ইজ্জুদ্দীন ইবনু আবদিস সালাম (রহ.) নতুন বিষয়কে শরিয়তের বিধানের আলোকে বিচার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আলোচনা করেছেন।
অর্থাৎ নতুন বিষয়ের মধ্যে— ওয়াজিব, হারাম, মুস্তাহাব, মাকরূহ, মুবাহ —বিভিন্ন হুকুম হতে পারে।

এর অর্থ হলো—
“নতুন” শব্দটি নিজে কোনো নির্দিষ্ট শরয়ি হুকুম নয়।
কোনো নতুন ব্যবস্থা মানুষের দ্বীনি শিক্ষা বাড়ালে তা একভাবে বিচার হবে; আর শরিয়তবিরোধী কিছু হলে অন্যভাবে বিচার হবে।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

নতুন বিষয়কে তার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও শরয়ি ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত।

অধ্যায় ১৩

ইমাম সুয়ূতী ও ইবনু হাজারের মীলাদ-সংক্রান্ত আলোচনা

মীলাদ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের বড় বড় আলেম সরাসরি আলোচনা করেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) তাঁর **আল-হাবি লিল ফাতাওয়া** গ্রন্থে "হুসনুল মাকসিদ ফি 'আমালিল মাওলিদ" নামে মীলাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত, নবী ﷺ-এর জন্মের ঘটনা আলোচনা এবং মানুষকে খাবার দেওয়ার মতো বিষয় নিয়ে মাওলিদের আলোচনা করেন এবং ভালো উদ্দেশ্যে ও শরিয়তবিরোধী বিষয় থেকে মুক্ত থাকলে এটিকে প্রশংসনীয় নতুন পদ্ধতি হিসেবে আলোচনা করেন।

ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.)-এর বক্তব্যও ইমাম সুয়ূতী উদ্ধৃত করেছেন—যেখানে মীলাদের মূল আয়োজন প্রথম যুগের সালাফ থেকে বর্ণিত না হলেও, এর মধ্যে ভালো কাজ থাকলে এবং খারাপ বিষয় বাদ দিলে সেটিকে প্রশংসনীয় নতুনত্ব হিসেবে দেখার কথা বলা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে:
এটি সাহাবাদের যুগের মীলাদকে প্রমাণ করছে না; বরং পরবর্তী যুগের প্রভাবশালী আলেমদের ফিকহি মূল্যায়ন দেখাচ্ছি।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

মীলাদ সম্পর্কে "কোনো বড় আলেম কখনো এটিকে গ্রহণযোগ্য বলেননি"—এই বক্তব্য সঠিক নয়। ইমাম সুয়ূতীসহ পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট আলেম এ বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা করেছেন।

অধ্যায় ১৪

সাহাবায়ে কেরামের নবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁদের কাছে রাসূল ﷺ ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। তাঁরা তাঁর কথা শুনতেন, তাঁর আদেশ পালন করতেন, তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতেন এবং তাঁর সঙ্গ পাওয়াকে বড় সৌভাগ্য মনে করতেন।

হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায় সাহাবাদের রাসূল ﷺ-এর প্রতি গভীর সম্মান ও ভালোবাসার চিত্র পাওয়া যায়—তাঁরা তাঁর নির্দেশের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন।

তবে আমরা অতিরঞ্জন করছি না।
আমরা বলছি না—
“সাহাবারা বর্তমান যুগের মীলাদ মাহফিল করেছেন।”
এর সরাসরি প্রমাণ নেই।
বরং বলছি, মীলাদের মূল প্রাণ—রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা ও সম্মান—সাহাবায়ে কেরামের জীবনেই সর্বোচ্চভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

মীলাদ যদি সত্যিকার অর্থে রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা বাড়ায় এবং তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে তার উদ্দেশ্য ইসলামের মূল শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অধ্যায় ১৫

মীলাদ মাহফিলের আমলগুলো আলাদাভাবে বিচার

একটি মীলাদ মাহফিলে কী কী হয়?
সাধারণত—
ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত—নেক আমল।
দরূদ ও সালাম—ক্বোরআন শরীফের নির্দেশ।
সীরাত আলোচনা—দ্বীনি শিক্ষা।
নাত-কসিদা—বৈধ প্রশংসা হলে অনুমোদিত।
দোয়া—ইবাদত।
দান-সদকা—নেক আমল।
খাবার খাওয়ানো—সদকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

তাই কোনো অনুষ্ঠানের নাম “মীলাদ” হওয়ার কারণে এসব আমল হারাম হয়ে যায় না।
তবে প্রতিটি আমল শরিয়তের সীমারেখায় থাকতে হবে।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

মীলাদের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি আমলকে তার নিজস্ব শরয়ি ভিত্তিতে বিচার করতে হবে।

অধ্যায় ১৬

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ র‍্যালি

বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ র‍্যালি দেখা যায়। মানুষ— দরূদ পড়ে, নাত-কসিদা গায়, সীরাতের কথা প্রচার করে, রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার কথা বলে, শান্তিপূর্ণভাবে মানুষের মধ্যে দ্বীনি বার্তা পৌঁছে দেয়।

এখানে সৎভাবে বলতে হবে—
বর্তমান রূপের মীলাদ র‍্যালি রাসূল ﷺ-এর যুগে ছিল না।
কিন্তু এটিও সত্য—
র‍্যালি নিজে কোনো ইবাদতের নির্দিষ্ট পদ্ধতি নয়; এটি একটি মাধ্যম।
যেমন— মাইক একটি মাধ্যম। বই একটি মাধ্যম। অনলাইন সম্প্রচার একটি মাধ্যম। সেমিনার একটি মাধ্যম। তেমনি শান্তিপূর্ণ র‍্যালিও একটি মাধ্যম হতে পারে।

তবে শর্ত হলো—
নামাজ নষ্ট করা যাবে না;
অশ্লীলতা করা যাবে না;
নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা করা যাবে না;
গালাগালি বা বিদ্বেষ ছড়ানো যাবে না;
অপচয় করা যাবে না;
শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না।

তাহলে শুধু “এমন র‍্যালি নবী ﷺ করেননি”—এই কারণে একে সরাসরি গোমরাহী বলা যথেষ্ট নয়।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

শান্তিপূর্ণ ও শরিয়তের সীমারেখা মেনে পরিচালিত মীলাদ র‍্যালিকে একটি নতুন সাংগঠনিক মাধ্যম হিসেবে দেখা যায়। এর হুকুম নির্ভর করবে এর কার্যক্রম ও সীমারেখার ওপর।

অধ্যায় ১৭

“মীলাদের নামে সবকিছুই কি বৈধ?”—না

আমি মীলাদের পক্ষে।
কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মীলাদের নামে যা কিছু করা হয়, সবকিছুই বৈধ।
হারাম কাজ হারামই।
জাল হাদীস প্রচার করা যাবে না।
রাসূল ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলা যাবে না।
শিরক বা আকিদাবিরোধী কথা বলা যাবে না।
নামাজ নষ্ট করা যাবে না।
অশ্লীলতা করা যাবে না।
অপচয় করা যাবে না।
মানুষকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।
কোনো হারাম কাজকে শুধু “মীলাদ” নাম দিলেই তা হালাল হয়ে যাবে না।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

আমরা মীলাদের পক্ষে, কিন্তু মীলাদের নামে শরিয়তবিরোধী কাজের পক্ষে নই।

অধ্যায় ১৮

“বিদআতি” বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা

কোনো কাজের হুকুম আলোচনা করা এক বিষয়।
আর কোনো ব্যক্তিকে “বিদআতি” বলে সামাজিকভাবে চিহ্নিত করা আরেক বিষয়।

বিশেষ করে যখন কোনো বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তখন সাধারণ মুসলমানকে অপমান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।
কেউ মীলাদ করেন না—তাঁকে আমরা সম্মান করব।
কেউ মীলাদ করেন—তাঁকেও শুধু এ কারণে অপমান করব না।
কারণ মতভেদ থাকলেও আমরা সবাই কালেমায় বিশ্বাসী মুসলমান।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

ইলমি মতভেদকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত করা উচিত নয়।

অধ্যায় ১৯

দ্বৈত মাপকাঠির সমস্যা

এখানেই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে।
যদি বলা হয়—
“নবী ﷺ-এর যুগে ছিল না, তাই এটি বিদআত।”

তাহলে একই যুক্তিতে জিজ্ঞাসা করতে হবে—
বিশ্ব ইজতেমা কি ছিল?
সালানা ইজলাস কি ছিল?
সীরাত সম্মেলন কি ছিল?
কুরআন শরীফ প্রতিযোগিতা কি ছিল?
হিফজ প্রতিযোগিতা কি ছিল?
খতমে বুখারি অনুষ্ঠান কি ছিল?
অনলাইন কুরআন শিক্ষা কি ছিল?
বর্তমান মাদরাসার শ্রেণি, পরীক্ষা, সনদ ও পাঠ্যক্রম কি ছিল?
অবশ্যই এগুলো বর্তমান রূপে ছিল না।

কিন্তু আমরা বলি, এসব নতুন হলেও উদ্দেশ্য শরিয়তসম্মত।
তাহলে মীলাদের ক্ষেত্রেও একই মাপকাঠি প্রয়োগ করতে হবে।
যদি কোনো মীলাদে—
ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত, দরূদ, সীরাত, নাত, দোয়া, সদকা ও দ্বীনি নসিহত থাকে, তাহলে এগুলোকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী বিচার করতে হবে।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

ইনসাফের দাবি হলো—একই ধরনের নতুন পদ্ধতির ক্ষেত্রে একই মানদণ্ড ব্যবহার করা।

অধ্যায় ২০

মীলাদবিরোধী আলেমদের মতের সম্মানজনক জবাব

মীলাদবিরোধী সম্মানিত আলেমদের কয়েকটি প্রধান আপত্তি রয়েছে।
আপত্তি ১: “রাসূল ﷺ করেননি।”
জবাব: বর্তমান রূপে করেননি—এটি আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কোনো নতুন পদ্ধতির হুকুম নির্ধারণে শুধু “আগে ছিল কি না”—এটিই একমাত্র প্রশ্ন নয়।

আপত্তি ২: “সাহাবারা করেননি।”
জবাব: বর্তমান রূপে করেননি—এটিও আমরা স্বীকার করি। তবে সাহাবারা রাসূল ﷺ-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর স্মরণকে গুরুত্ব দিতেন।

আপত্তি ৩: “প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।”
জবাব: হাদীস আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে—এখানে নিন্দনীয় শরয়ি বিদআত আছে, নাকি বৈধ কাজের নতুন পদ্ধতি আছে।

আপত্তি ৪: “এটি তৃতীয় ঈদ।”
জবাব: আমরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার মতো শরিয়ত নির্ধারিত তৃতীয় ঈদ দাবি করছি না। “ঈদ” শব্দটি এখানে ভাষাগত অর্থে আনন্দ ও স্মরণের উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

মীলাদবিরোধী আলেমদের আপত্তিকে আমরা অসম্মান করি না; তবে প্রতিটি আপত্তির ফিকহি ও উসূলি জবাব রয়েছে।

অধ্যায় ২১

মতভেদ থাকবে, কিন্তু উম্মাহর আদবও থাকবে

আল্লাহ তায়ালা বলেন—
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
বাংলা উচ্চারণ:
ওয়া কূলূ লিন্নাসি হুসনা।
অর্থ:
“মানুষের সঙ্গে উত্তম কথা বলো।”
—সূরা আল-বাকারা, ২:৮৩

মীলাদ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে।
কেউ পালন করবেন।
কেউ পালন করবেন না।
কিন্তু আমাদের ভাষা যেন শালীন হয়।
আমাদের আলোচনা যেন দলিলভিত্তিক হয়।
আমাদের হৃদয়ে যেন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা না জন্মায়।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত
মত আলাদা হতে পারে, কিন্তু ইসলামী আদব ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকা উচিত।

অধ্যায় ২২

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ—আমাদের অবস্থানের সারসংক্ষেপ

এতক্ষণে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার।
আমরা বলি—
রাসূল ﷺ আল্লাহর রহমত।
তাঁর আগমন আল্লাহর মহান অনুগ্রহ।
আল্লাহর রহমতে আনন্দ করার নির্দেশ রয়েছে।
রাসূল ﷺ নিজেই তাঁর জন্মের দিনের কথা বলেছেন।
হাসসান (রা.) তাঁর প্রশংসায় কবিতা পাঠ করেছেন।
দরূদ ও সালামের নির্দেশ কুরআন শরীফে রয়েছে।
তাঁর সীরাত আমাদের জন্য আদর্শ।
ক্বোরআন শরীফ, দরূদ শরীফ, সীরাত, নাত, দোয়া, সদকা—সবই শরিয়তসম্মত আমল।
পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট আলেমদের মধ্যেও মীলাদ সম্পর্কে ইতিবাচক মত রয়েছে।

একই সঙ্গে আমরা বলি—
মীলাদকে ফরজ বলা যাবে না।
ওয়াজিব বলা যাবে না।
শরিয়তের নির্ধারিত তৃতীয় ঈদ বলা যাবে না।
মীলাদের নামে হারাম কাজ করা যাবে না।
এই ভারসাম্য বজায় রেখেই আমরা ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ-এর পক্ষে।

অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত

আমাদের বক্তব্য হলো, রাসূল ﷺ-এর জন্ম ও আগমন স্মরণ করে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত, দরূদ-সালাম, নাত, সীরাত, দোয়া, সদকা ও মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়ার একটি শরিয়তসম্মত উপলক্ষ হিসেবে ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ পালনকে সরাসরি গোমরাহী বলা ন্যায়সংগত নয়।

উপসংহার

মত আলাদা হোক, ভালোবাসা যেন এক থাকে।
আমি এই লেখাটি লিখেছি ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ-এর পক্ষে।
আমি বিশ্বাস করি—
রাসূল ﷺ-এর পৃথিবীতে আগমন আমাদের জন্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। তাঁর আগমন অন্ধকার পৃথিবীর জন্য আলো। তাঁর আগমন মানবজাতির জন্য রহমত। তাঁর সীরাত আমাদের জীবন পরিচালনার পথ। তাঁর সুন্নাহ আমাদের আদর্শ। তাঁর প্রতি দরূদ আমাদের ঈমানি ভালোবাসার প্রকাশ। তাঁর জন্মের কথা স্মরণ করে আনন্দিত হওয়া আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসার প্রকাশ।

তবে সেই ভালোবাসা যেন শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ না থাকে।
মীলাদ পালন করি, কিন্তু সুন্নাহও পালন করি। নাত পড়ি, কিন্তু নামাজও পড়ি। দরূদ পড়ি, কিন্তু চরিত্রও সুন্দর করি। র্যালি করি, কিন্তু মানুষের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকি। সীরাত শুনি, কিন্তু রাসূল ﷺ-এর আদর্শ জীবনেও গ্রহণ করি। এটাই হোক মীলাদের প্রকৃত শিক্ষা।

আর আমার মীলাদবিরোধী সম্মানিত ভাইদের প্রতি বিনীত বক্তব্য—
আপনারা যদি মীলাদকে শরিয়তসম্মত মনে না করেন, আপনারা পালন করবেন না। আপনাদের মতকে আমরা সম্মান করি।

কিন্তু যারা ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে, দরূদ পড়ে, রাসূল ﷺ-এর সীরাত আলোচনা করে, নাত পড়ে, মানুষকে খাবার খাওয়ায় এবং তাঁর জন্ম ও আগমন স্মরণ করে আনন্দ প্রকাশ করে—তাঁদেরকে শুধু মতভেদের কারণে অপমান করবেন না।
কারণ এই উম্মাহর মধ্যে মতভেদ থাকবে, কিন্তু ভালোবাসাও থাকবে। আলোচনা থাকবে, কিন্তু অপমান থাকবে না। দলিল থাকবে, কিন্তু বিদ্বেষ থাকবে না।

আমরা মীলাদের পক্ষে কথা বলব, কিন্তু শরিয়তের সীমারেখা অতিক্রম করব না। আমরা আমাদের দলিল উপস্থাপন করব, কিন্তু অন্য মুসলমানের ঈমান নিয়ে খেলব না। কারণ শেষ পর্যন্ত আমাদের সবার হৃদয়ের কেন্দ্র এক— মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।
তাঁর নাম শুনলে আমাদের হৃদয় দরূদে ভরে উঠুক। তাঁর সীরাত পড়লে আমাদের জীবন বদলে যাক। তাঁর জন্মের কথা স্মরণ করলে আমাদের মুখে শুকরিয়া আসুক। আর তাঁর সুন্নাহ আমাদের ঘর, সমাজ ও জীবনকে সুন্দর করে তুলুক।
মত আলাদা হোক—ভালোবাসা যেন এক থাকে।
আলোচনা হোক—কিন্তু আদবের সঙ্গে।
দলিলের জবাব দলিল দিয়ে হোক—বিদ্বেষ দিয়ে নয়।
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর সত্যিকারের ভালোবাসা দান করুন, তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করার তাওফিক দিন এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভালোবাসা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন।
آمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ

[গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসূত্র

আল-কুরআনুল কারীম — সূরা আল-মায়িদাহ ৫:১১৪; ইউনুস ১০:৫৮; আল-আম্বিয়া ২১:১০৭; আল-আহযাব ৩৩:২১, ৩৩:৫৬।

সহিহ মুসলিম — হাদীস ১১৬২: সোমবারের রোজা ও রাসূল ﷺ-এর জন্ম।

সহিহ বুখারি — হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)-এর কবিতা ও তার পক্ষে রাসূল ﷺ-এর সমর্থন।

আল-হাবি লিল ফাতাওয়া — ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.), “হুসনুল মাকসিদ ফি ‘আমালিল মাওলিদ”।

মীলাদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.)-এর বক্তব্য — ইমাম সুয়ূতীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে আলোচিত।]